অষ্টবিংশ অধ্যায়

# নেল নডিংস

(১৯২৯ - )

**এক ঝলকে ঃ**

*সংক্ষিপ্ত জীবনী; রচিত পুস্তকাবলি; জীবনদর্শন; শিক্ষাদর্শন; শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান; মন্তব্য।*

*** সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ** আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির ইরভিংটন শহরে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জানুয়ারি নেল নডিংস-এর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম এডওয়ার্ড এ রিথ ওয়াল্টার এবং মাতার নাম নেল্লি এ (কোনরস) ওয়াল্টার। স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে নেল ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে Montclair State College থেকে গণিতে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে Rutgers University থেকে গণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ইতিমধ্যে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে James A. Noddings-এর সাথে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এরপর ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষাবিজ্ঞানে Ph.D. ডিগ্রি এবং ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ ক্যারোলিনার কলম্বিয়া কলেজ থেকে সাম্মানিক Ph.D. ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়নের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

নেল বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা দিয়ে তাঁর চাকুরি জীবন শুরু করেছিলেন। তিনি প্রায় ১৭ বছর ধরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুলে গণিতের শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। গবেষণার কাজ শুরু করার আগে থেকেই তিনি শিক্ষাদর্শন, শিক্ষার তত্ত্ব, নীতিবিদ্যা, নৈতিক শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিশুশিক্ষার Jacks Professor হিসেবে ১৯৯২ থেকে ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত কাজ করেন। সেই সময় তিনি বেশ কয়েকবার উন্নতমানের শিক্ষাদানের জন্য পুরস্কার লাভ করেন। তিনি Stanford University-তে Dean of School of Education-এর দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি Stanford University ত্যাগ করেন এবং কলম্বিয়া ও Colgate বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার দায়িত্ব লাভ করেন। নেল নডিংস ছাত্রাবস্থায় অ্যারিস্টটল, জন ডি-উই, মার্টিন বাবার (Buber) প্রমুখ চিন্তাবিদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ২০০২-০৩ খ্রিস্টাব্দ তিনি Eastern Michigan University-তে



Scanned with OKEN Scanner

Urban Education-এ John W. Porter পদ অলংকৃত করেন। এরপর তিনি ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে অবসর নেওয়া পর্যন্ত স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে Emeritus Professor হিসেবে কাজ করে গেছেন।

*** রচিত পুস্তকাবলি ঃ** নেল নডিংস-এর লেখা কয়েকটি বিখ্যাত বই হলো— Philosophy of Education (1967), Women and Evil (1989), Starting at Home (2002), Educating Moral People (2002), Happiness and Education (2003), The Challenge to Care in Schools (1992), A Feminine Approach to Ethics and Moral Education (1984)।

*** নেল নডিংস-এর জীবনদর্শন ঃ** নডিংস প্রথম থেকেই দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। বিশেষ করে নীতিবিদ্যা, নৈতিক শিক্ষা (Moral Education), শিক্ষার বিভিন্ন তত্ত্ব, সমাজ মনোবিদ্যা তাঁর পছন্দের ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত ছিল। নডিংস তাঁর ব্যক্তিজীবনে নৈতিকতাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। সেইসঙ্গে বিশ্বাস ও অবিশ্বাস সম্পর্কিত চিন্তাভাবনাকে সহজসরল করে উপস্থাপনের চেষ্টাও তিনি করেছেন। তাছাড়া তিনি যত্ন করা (care)-কেও জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে বলেছেন।

*** নডিংস-এর শিক্ষাদর্শন ঃ** নডিংস তাঁর শিক্ষাদর্শনকে সহজ করে মানুষের কাছে পেশ করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে শিক্ষার লক্ষ্য হলো মানুষকে সামাজিক জীব হিসেবে গড়ে তোলা। সেইসঙ্গে শিক্ষার লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক, বৃত্তিগত, সাংস্কৃতিক, আত্মিক বিকাশে সাহায্য করা।

নডিংস পাঠক্রমে এমন সব বিষয় রাখার প্রস্তাব করেছিলেন, যেগুলি শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশে সহায়ক। তিনি শিক্ষার্থীদের তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক উভয় প্রকার শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। তাই পাঠক্রমে তাত্ত্বিক বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে হাতে-কলমে শেখার বিষয়গুলিও থাকবে বলে তিনি মনে করতেন। শিক্ষার্থীকে বীজগণিত, জ্যামিতি, ইতিহাস আলাদা করে না শিখিয়ে এমনভাবে শেখাতে হবে, যাতে সে তার জীবনে এগুলির প্রয়োগ বা সুবিধা খুঁজে পায়। এইজন্য তিনি Null Curriculum-এর প্রস্তাব দেন।

তিনি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে care বা যত্ন করাকে গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। শিক্ষার্থী যদি পর্যাপ্ত যত্ন পায় তাহলে তার নৈতিক বিকাশ উন্নতমানের হবে। এইজন্য তিনি 'Ethic of Care in Education'-এর কথা বলেছেন। এর সাথে শিক্ষার্থীকে নৈতিকতার শিক্ষা দিতে হবে, যাতে সে বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে পায়।

নডিংস তাঁর শিক্ষাদর্শনে নৈতিকতা (morality) ও সম্পর্ক রক্ষাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেবার কথা বলেছেন। মানবতার বিকাশ তখনই সম্ভব যখন মানুষ অন্য মানুষের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে।

Scanned with OKEN Scanner

*** শিক্ষাক্ষেত্রে নডিংস-এর অবদান ঃ** শিক্ষাতে নডিংস গুরুত্বপূর্ণ স্থান শিক্ষাক্ষেত্রে অধিকার করে আছেন, নিম্নলিখিত কারণে—

(i) শিক্ষাদার্শনিক হিসেবে তাঁর বক্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ Ethics বা নীতিবিদ্যা এবং Morality বা নৈতিকতা বিষয়ে তিনি সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

(ii) শিক্ষাবিদ হিসেবে তিনি শিক্ষাকে সহজসরল করে সকলের উপযোগী করে গড়ে তোলার কথা বলেছেন, যা সত্যিই অভিনব।

(iii) একজন সমাজসংস্কারক হিসেবে তাঁর স্বচ্ছ চিন্তাধারা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। এর ফলে শিক্ষাবিজ্ঞান সমৃদ্ধতর হয়েছে।

(iv) একজন নারীবাদী (Feminist) হিসেবে তিনি মেয়েদের সুবিধা-অসুবিধার কথা, তথা তাদের শিক্ষাক্ষেত্রে ও সমাজজীবনে প্রাপ্য সম্মানলাভ যে গুরুত্বপূর্ণ তা তুলে ধরতে চেয়েছেন। এর ফলে নারীশিক্ষার যে প্রসার ও মানোন্নয়ন হয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

*** মন্তব্য ঃ** আধুনিক মহিলা শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, সমাজসংস্কারক হিসাবে নেল নডিংস আজও তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি সমাজ থেকে এইসব অসুবিধা দূর করে সমাজকে কলুষমুক্ত করে ও শিক্ষার প্রসারের জন্য যেসব কাজ করে যাচ্ছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

## প্রশ্নাবলি

**❖ সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলি ঃ**

১. কত খ্রীষ্টাব্দে কোথায় নেল নডিংস-এর জন্ম হয়?
২. নডিংস কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ করেন?
৩. নডিংস-এর লেখা কয়েকটি পুস্তকের নাম কর।
৪. নডিংস-এর জীবনদর্শন সংক্ষেপে উল্লেখ কর।
৫. নডিংস-এর শিক্ষাদর্শনের মূল বক্তব্য কি ছিল?
৬. শিক্ষাক্ষেত্রে নডিংস-এর কয়েকটি অবদান লেখ।
৭. নারীবাদী হিসেবে নডিংস-এর কার্যাবলী উল্লেখ কর।

**❖ রচনাধর্মী প্রশ্নাবলি ঃ**

১. শিক্ষাক্ষেত্রে নেল নডিংস-এর অবদান আলোচনা কর।
২. নডিংসের লেখা কয়েকটি পুস্তকের নাম কর, নডিংস-এর জীবনদর্শন ও শিক্ষাদর্শন সম্পর্কে যাহা জান লেখ।

---

Scanned with OKEN Scanner